রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি
একটি সমীক্ষা

(পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রস্তাবিত গবেষণার রূপরেখা)

গবেষক: অমিত কুমার দাস

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১০২

২০১৬

প্রস্তাবিত গবেষণা

রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি : একটি সমীক্ষা

গবেষক : অমিত কুমার দাস

প্রস্তাবনা

আমার গবেষণার বিষয়—‘ রবীন্দ্রসসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি: একটি সমীক্ষা’। কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় একই সঙ্গে ‘জমিদারি’ ও ‘আসমানদারি’র সমন্বয় ঘটেছিল-‘ছিন্নপত্রাবলী’তে একথা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট কবি ও কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। সমাজে পরজীবী জমিদার সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী হয়েও প্রজাশোষণ নয়, প্রজাপালন ও গ্রামোন্নয়নের জন্য স্বদেশ প্রেমের মানসিকতা নিয়ে কর্মী রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের যে পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রামসংগঠন সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার যে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যধারার মধ্যেও পরিবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তর্লীন কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কিত সেই ভাবনার রূপরেখাকেই আমি আমার গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন বিষয়ে এর পূর্বে গবেষণা কিছু হয়নি, এমন নয়।

‘রবীন্দ্রজীবনী’তে রবীন্দ্রনাথের পল্লীজীবন-সংযোগ, সেখানকার গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সঙ্কল্প ও কর্মযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ আছে। একদা ঠাকুর-জমি্দারির কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর ‘কবিতীর্থের পাঁচালি’ (১৯৪৬),’সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮) ‘পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৬৮), ‘সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৬৮), ‘শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৪) ইত্যাদি গ্রন্থে অভিজ্ঞতালব্ধ বহু সংবাদ, তথ্য , বিবরণ ও ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অজানা বহুদিক আমাদের কাছে আলোকিত করে তুলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন বা গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নিবিড় গবেষণাধর্মী সমীক্ষা তাঁর উপজীব্য ছিল না। প্রমথনাথ বিশীর ‘শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৬৭) শিলাইদহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চারই বিবরণ; কবির ভূমিঘনিষ্ট জীবন সম্পর্কে তুলে কোন তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা এতে নেই। অশোক কুণ্ডুর ‘শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৭৫) তারই গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর ‘শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৮০) থেকেও রবীন্দ্রজীবনের অনালোকিত দিকের নতুন কোনো পরিচয় পাই না।কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ‘বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ’ (১৯৩১),

'রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ' (১৯৩৬) 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র' (১৯৩৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রূঢ় কর্মনিষ্ঠ জীবনের য়ালোচনা করে রবীন্দ্রচর্চার এক নতুন রূপরেখা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তারাশঙ্করের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী'তে (১৯৭১) গবেষণালব্ধ কোনো নতুন তথ্য নেই। সজনীকান্ত দা্সের 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের অনেকগুলি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রজীবনের এমন কিছু ঘটনাবৃত্তান্তের নথি আছে যা কবিতার ভাবরাজ্যের সঙ্গে নিতান্তই বেমানান। বরং সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেই কবির যিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে কর্দমপিচ্ছিল পথে হেঁটে ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের মুমূর্ষু সংগ্রামে ব্যথিত হয়ে তাদের জীবনে আশার আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন।

কবির জন্মশতবর্ষ পূর্তির পড় পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা ও পল্লীচেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সংবলিত 'পল্লীপ্রকৃতি' সঙ্কলন গ্রন্থটিতে 'লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণী'র সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগ নির্মাণসূত্রে তাঁর সম্পর্কে উত্থিত অপবাদ ও অবিচারের একটি রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবনাবসানের অব্যবহিত পরে সুধীর সেন মহাশয় 'Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction' (১৯৬৩) গ্রন্থে এবং শশধর সিংহ 'Tagore's approach to social problems' (১৯৪৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার ও গ্রামীণ অর্থনীতি-রূপান্তরের উদ্যম ইতিহাস রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরজীবনে শ্রীনিকেতনে যে কৃষিব্রতের বিজ্ঞানসম্মত সূচনা করেছিলেন, তাতে কর্মসঙ্গী হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী ভারতপ্রেমিক কৃষীবিজ্ঞানী লিওনার্দ এলম্হার্স্টকে। তিনি রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত পল্লীসেবার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন ' Rabindranath Tagore and Sriniketan' (১৯৫৮) এবং ' Poet and Plowman' (১৯৭৫) গ্রন্থে। অমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' (পত্রিকায় প্রকাশ ১৩৮২-তে/ গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৭৬), শশধর সিংহ-এর 'Social thinking of Rabindranath Tagore' (১৯৬২),ঈবং সুগত দাশগুপ্তের 'A Poet and a plan' (১৯৬২) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কারের তথ্যনিষ্ঠ রূপকেই ফুটে উঠতে দেখি। । ড. ক্ষুদিরাম দাসের 'সমাজ:প্রগতি:রবীন্দ্রনাথ'(১৯৭৮), সুকুমার মল্লিকের 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা' ও প্রশান্তকুমার পালের নয় খণ্ডের(প্রথম খণ্ডের রচনাকাল ১৯৮২) অসম্পূর্ণ 'রবিজীবনী' পূর্বোক্ত ধারারই বিপুল তথ্যচয়নে সমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ রচনা।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্বোক্ত আলোচনা বা গবেষণার ধারায় চোখ রাখলে দেখা যাবে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নিবিড় সমীক্ষাধর্মী গবেষণা এর পূর্বে হয়নি—যতটা কর্মী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন আলোচনায় অধিক স্থান পেয়েছে। আমি আমার গবেষণা কর্মটিকে তিনটি উপায়ে পূর্বোক্ত ধারার থেকে স্বতন্ত্র রূপ দিতে চাই—

(১) রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কিত ভাবনার সঙ্গে সমগ্র রবীন্দ্ররচনার একটি নিবিড় যোগ অনুসন্ধান—যা পূর্বোক্ত ধারার গবেষণা কর্মের বিষয় হয়ে ওঠেনি।

(২) রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তার ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক রূপরেখা নির্মাণ—যা পূর্বোক্ত গবেষকদের কারোরই রচনায় স্থান পায়নি, কদাচিৎ সামান্য উদ্ধৃতি বা উল্লেখ আছে মাত্র।

(৩) রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত গ্রামীণ অর্থনৈতিক মডেলটির সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ সূত্রে বর্তমান সমাজ-পটভূমিকায় এর ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকের নবতর সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করা। পূর্বোক্ত গবেষকদের আলোচনায় এই দিকটি প্রায় অনালোকিত থেকে গেছে। বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক মডেলটির দু'একটি যোগ নির্দেশ করে কখনো বা তাঁরা নিরস্ত থেকেছেন। আমার গবেষণার নিবিড় সমীক্ষা দ্বারা সেই প্রায়োগিক দিকটিকে বিস্তৃত আলোকিত বলয়ে আনতে চাই। এর জন্য মূল মূল আলোচনার সমাপ্তিতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়-বিন্যাসও নির্দিষ্ট হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য তাকে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিন্যাস দিতে চাই—

ভূমিকা:

প্রথম অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও গৃহীত কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা ও গৃহীত কর্মসূচীর রূপরেখাটি নিম্নোক্ত দুটি স্বতন্ত্র উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত হবে—

(ক) শিলাইদহ-পতিসর পর্ব:

এই পর্বে শিলাইদহ-পতিসরে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন চিন্তা বর্ণিত হবে, নগরজীবনের বাইরে এসে এই প্রথম পল্লী ও তার মানুষজনকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে গ্রামোন্নয়নের যে ভাবনা পল্লবিত হয়ে উঠেছিল তারই প্রাথমিক অপরিণত রূপটি এখানে বর্ণিত হবে। ভাবনার সেই বৈচিত্র্যময় দিকগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সমগ্র উপ-অধ্যায়টি নিম্নোক্ত কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হবে—

(১) কৃষি (২) শিক্ষা (৩) স্বাস্থ্য (৪) বিচারব্যবস্থা (৫) সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন (৬) গ্রাম সংগঠন।

(খ) শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্ব:

এই পর্বে কবির শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন পর্বের পল্লীভাবনা ও কর্মপ্রয়াস বর্ণিত হবে। কৃষিবিজ্ঞানী লিওনার্দ এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ এবং এল্‌ম্‌হার্স্টের শান্তিনিকেতনে আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে পল্লীউন্নয়নের কর্মোদ্যোগ অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। সেই সামূহিক কর্মপ্রয়াস এই উপ-অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হবে। সমগ্র আলোচনাটি নিম্নোক্ত কতকগুলি পরিচ্ছেদে ও উপ-পরিচ্ছেদের বিন্যাস লাভ করবে—

১. আত্মিক উন্নয়ন

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(১)

আত্মিক উন্নয়ন

এই পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত কয়েকটি উপ-পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হবে—

(১) শিক্ষা:

শিক্ষার প্রসারের জন্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের য চারটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে তোলেন চূড়ান্তভাবে সেগুলিকেই শিক্ষাপ্রসারের মূল চতুর্কাঠামো হিসেবে স্বীকার করা হয়—

(ক) শিক্ষাসত্র (খ) শিক্ষাচর্চা(গ) লোকশিক্ষা সংসদ (ঘ) শিল্পভবন।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ-গৃহীত শিক্ষা প্রসারের অপরাপর উদ্যোগসমূহ হল—

(ক) নারীশিক্ষার প্রসার।

(খ) পাঠাগার স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং ভ্রাম্যমান পাঠাগার নির্মাণ।

(গ) বক্তৃতার আয়োজন।

(ঘ) বিদ্যালয় স্থাপন।

(২) স্বাস্থ্য:

(ক) ম্যালেরিয়া নিবারণ (খ) কলেরা নিবারণ (গ) শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ (ঘ) জন্মনিয়ন্ত্রণ (ঙ) শিশুমৃত্যু নিবারণ (চ) যক্ষ্মা নিবারণ (ছ) আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সহযোগে চিকিৎসা ও তদনুরূপ ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা।

(৩) ধনী নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস বা বৈষম্যহীন সমাজ গঠন।

(৪) আনন্দের পথে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন:

(ক) যাত্রা (খ) গান (গ) অভিনয় (ঘ) পল্লীসাহিত্যচর্চা ও সংরক্ষণ।

(৫) উৎসবের আয়োজন:

(ক) অরণ্য উৎসব (খ) বৃক্ষরোপণ উৎসব (গ) হলকর্ষণ উৎসব (ঘ) শিল্পমেলা (ঙ) নবান্ন উৎসব (চ) শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব।

(৬) আত্মনির্ভর হবার শক্তির উন্নয়ন-প্রয়াস:

(ক) ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা (খ) চেতনার স্বাধীনতা (গ) রাজনৈতিক স্বাধীনতা (ঘ) নারীর স্বাধিকার।

(৭) অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের ভেদাভেদ দূরীকরণ।

(৮) পত্র-পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন:

(ক) ভূমিলক্ষী (খ) ভাণ্ডার (গ) শান্তিনিকেতন মাসিক পত্রিকা।

(২)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এই উপ-বর্গটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত হবে—

১। যৌথচাষ বা সমবায় কৃষিভাবনা।

২।গ্রাম ও নগরের পার্থক্য দূরীকরণ।

৩। মানবকল্যাণের অনুকূলে যন্ত্রের ব্যবহার।

৪। স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম-পরিকল্পনা।

৫। গ্রামমণ্ডলী-গ্রামসমাজ গঠন।

৬। হস্তশিল্প,চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প,তাঁতশিল্প ও অন্যান্য কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন।

৭। জলসেচ প্রকল্প—

(ক) কুঁয়ো খনন (খ) নতুন পুকুর খনন (গ) পুরনো পুকুর সংস্কার।

৮। রাস্তাঘাট বা বাঁধনির্মাণ।

৯। গোপালন-দুগ্ধশিল্প।

১০। অগ্নিনির্বাপণ কর্মসূচী।

১১। কৃষিগবেষণা।

১২। বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, গ্রামসভা পরিকল্পনা।

১৩। গ্রামবাসীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

১৪। পক্ষীপালন।

১৫। মৌমাছি,হাঁস, মুরগী পালন।

১৬। গালা ও পশম শিল্পের পুনরুজ্জীবন।

১৭।পানীয় জলের ব্যবস্থা।

১৮। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯। কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন।

২০। সমবায় ব্যঙ্ক স্থাপন।

২১। সমবায় ব্যঙ্ক স্থাপন।

২২। ধর্মগোলা স্থাপন।

২৩। জমির উপর প্রজার স্থায়ী স্বত্ত্ব স্বীকার।

২৪। কাষ্ঠ শিল্পের বিকাশ/ বাঁশ-বেতের কাজ।

২৫। মাছ চাষ।

২৬। মেয়েদের সেলাই ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্রকবিতা ও গানে পল্লীভাবনা

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক কবিতা ও গানে পল্লীভাবনার স্বরূপ আলোচিত হবে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র অধ্যায়টি নিম্নোক্ত দুটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত হবে—

(ক) রবীন্দ্র-কবিতায় পল্লীভাবনা।

(খ) রবীন্দ্র-গানে পল্লীভাবনা।

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-চিঠিপত্র ও ভ্রমণসাহিত্যে পল্লীভাবনা

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্রে পল্লীভাবনার স্বরূপ আলোচিত হবে। নিম্নোক্ত রবীন্দ্ররচনাবলী এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত হবে—

(ক) য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

(খ) জাপান-যাত্রী

(গ) জাভা-যাত্রীর পত্র

(ঘ) ভানুসিং হের পত্রাবলী

(ঙ) রাশিয়ার চিঠি

(চ) পথে ও পথের প্রান্তে

(ছ) ছিন্নপত্রাবলী

(জ) য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী

(ঝ) পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী

(ঞ) পথের সঞ্চয়

(ট) পারস্যে

চতুর্থ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে পল্লীপ্রসঙ্গ

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে পল্লীচিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য সমগ্র অধ্যায়টি নিম্নোক্ত দুটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত হবে—

(ক) রবীন্দ্র-উপন্যাসে পল্লীপ্রসঙ্গ।

(খ) রবীন্দ্রছোটগল্পে পল্লীপ্রসঙ্গ।

পঞ্চম অধ্যায়: রবীন্দ্র-প্রবন্ধে পল্লীউন্নয়ন ভাবনা

এই অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-প্রবন্ধে পল্লীভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষিত হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলি আলোচনার জন্য গৃহীত হবে—

(ক) পঞ্চভূত

(খ) আত্মশক্তি

(গ) ভারতবর্ষ

(ঘ) লোকসাহিত্য

(ঙ) রাজা প্রজা

(চ) সমূহ

(ছ) শিক্ষা

(জ) সমবায়নীতি

(ঝ) পল্লীপ্রকৃতি

(ঞ) স্বদেশ

(ট) সমাজ

(ঠ) কালান্তর

(ড) আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

ষষ্ঠ অধ্যায়: রবীন্দ্রনাটক ও পল্লী জনকল্যাণ

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকে পল্লীজনকল্যাণ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। নিম্নোক্ত রবীন্দ্রনাটকগুলি বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত হবে—

(ক) বিসর্জন

(খ) শারদোৎসব

(গ) ডাকঘর

(ঘ) অচলায়তন

(ঙ) মুক্তধারা

(চ) রক্তকরবী

(ছ) রথের রশি

সপ্তম অধ্যায়:

এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, অমর্ত্য সেন ও কেইন্‌সের পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনার একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচীর সাফল্য ও ব্যররথতার নিহিত কারণগুলির বিশ্লেষণ সূত্রে একালীন সমাজ-প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রপ্রয়াসের প্রয়োগ-সার্থকতার দিকগুলি বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হবে।

উপসংহার:

সহায়ক গ্রন্থতালিকা :

১। রবীন্দ্রজীবনী-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। রবিজীবনী-প্রশান্ত কুমার পাল।

৩। কবিতীর্থের পাঁচালী-শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

৪। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ-শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

৫। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ-শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

৬। শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ-শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

৭। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথনাথ বিশী।

৮। শিলাইদহ কুঠিবাড়ী ও রবীন্দ্রনাথ-অশোক কুন্ডু।

৯। শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ-নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী।

১০। রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ-বিজলাল চট্টোপাধ্যায়।

১১। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীসাহিত্য-বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

১২।রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য-সজনীকান্ত দাস।

১৪। পিতৃস্মৃতি- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫। রায়তের কথা-প্রমথ চৌধুরী।

১৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অজিত কুমার চক্রবর্তী।

১৭। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ-মৈত্রেয়ী দেবী।

১৮। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-প্রমথনাথ বিশী।

১৯। চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ-বীণা মুখোপাধ্যায়।

২০। স্মৃতিচিত্র-প্রতিমা দেবী।

২১। চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ-নির্মলকুমারী মহালানবীশ।

২২। অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ-ড. পশুপতি ভট্টাচার্য।

২৩। রবীন্দ্রনাথ ও পরিবার পরিকল্পনা-সোমেন্দ্রনাথ বসু।

২৪। জীবনের ঝরাপাতা- সরলাদেবী চৌধুরানী।

২৫। রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সমীক্ষা-ড. লায়েক আলি খান।

২৬। লোক-উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ-দুলাল চৌধুরী।

২৭। রবীন্দ্রকল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার-ক্ষুদিরাম দাস।

২৮। রবীন্দ্রস্মৃতি-বনফুল।

২৯। রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশ চেতনা-রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

৩০। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীজীবন-অসীমকুমার মণ্ডল।

৩১। রবীন্দ্রনাথ:পল্লীপুনর্গঠন-অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩২। রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনার প্রাসঙ্গিকতা-গীতিকণ্ঠ মজুমদার।

৩৩। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-ক্ষিতিমোহন সেন।

৩৫। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের উৎসব-সুকুমার মল্লিক।

৩৬। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা-সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

৩৭। রবির আলোয়-জয়ন্তী সাহা সম্পাদিত প্রবন্ধ সঙ্কলন।

৩৮। ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ:নেপাল মজুমদার।

৩৯। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা-প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪০। পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ-আনোয়ারুল করিম।

৪১। উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা-অমর্ত্য সেন।

৪২। জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি-অমর্ত্য সেন।

৪৩। উন্যনের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ-অম্লান দত্ত।

৪৪। poet and Plowman-Leonard Elmhirst.

৪৫। Rabindranath Tagore On Rural Reconstruction-Sudhir Sen.

৪৬। Tagore's Approach to Scial Problems-Sasadhar Sinha.

৪৭। Social Thinking of Rabindranath Tagore-Sasadhar Sinha.

৪৮। A poet and a plan-Sugata Dasgupta.

৪৯। Santiniketan-W. Pierson.

৫০। Rabindranath Tagore: A Biography-Krishna Kripalini.

৫৩। ‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকা-রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব (১৪১৫)।

৫৪। ‘নীললোহিত’ পত্রিকা-পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা,ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা একত্রে (২০০৯-২০১০)।

৫৫। ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি’পত্রিকা-রবীন্দ্র সার্ধ-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা (১৪১৭)।

৫৬। ‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকা-অন্য রবীন্দ্রনাথ (১৪১৭)।

৫৭। ‘সুদক্ষিণা’ সাহিত্য পত্রিকা-রবীন্দ্র সার্ধ-শতবার্ষিকী সঙ্কলন (১৪১৬)।

৫৮। রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১৪১৭ ও ১৪২০।